প্রকাশ: শ্রাবণ, ১৩৬৭

নিউস্ক্রিপ্ট। ১৭২।৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ২৯

মুদ্রক

শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জি

কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি. এল. রায় স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রচ্ছদপট মুদ্রক

নিউ প্রাইমা প্রেস। ১১ ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলিকাতা ১৩

বাঁধাই

ঈস্টএণ্ড ট্রেডার্স। ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলকাতা ৯

রচনাকাল

১৯৩৪ — ১৯৫০

এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল : বেশির ভাগ কবির জীবিত কালে, কয়েকটি তাঁর মৃত্যুর পরে। কবির জীবিত কালে প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি কবিতাই পরে কবি-কর্তৃক কম-বেশি পরিমার্জিত হয়েছিল ; সুতরাং প্রথম প্রকাশিত রূপের সঙ্গে বর্তমান রূপের অনেক প্রভেদ ঘটেছে।

গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্য কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন।

এই কবিতাগ্রন্থের নামটি কবি-কর্তৃক মনোনীত।

কবিতা বিন্যাসের ব্যাপারে সর্বথা কালানুক্রমিক ক্রমান্বয়তা রক্ষা করা যায় নি।

সূচীপত্র

মাঘসংক্রান্তির রাতে

বেলা অবেলা কালবেলা

হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে
তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।
অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব-হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্ব'লে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে;
বুঝেছি ভোরের বেলা রোদে নীলিমায়,
আঁধার অরব রাতে অগণন জ্যোতিষ্ক শিখায়;
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বল নি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে সে-সবের জ্যোতি।

মাঘসংক্রান্তির রাতে

১৩ : আমাকে একটি কথা দাও

আমাকে একটি কথা দাও যা আকাশের মতো
সহজ মহৎ বিশাল,
গভীর ;—সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভুকদের রক্তে
মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন ;
আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর
সেই রাত্রির নক্ষত্রালোকিত নিবিড় বাতাসের মতো :
সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল ডানার মতন
সেই উজ্জ্বল পাখিনীর—পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
অগ্নির মতো প্রদীপ্ত দেখে অন্তিমশরীরিণী মোমের মতন।

১৩ : তোমাকে

মাঠের ভিড়ে গাছের ফাঁকে দিনের রৌদ্র অই ;
কুলবধূর বহিরাশ্রয়িতার মতন অনেক উড়ে
হিজল গাছে জামের বনে হলুদপাখির মতো
রূপসাগরের পার থেকে কি পাখনা বাড়িয়ে
বাস্তবিকই রৌদ্র এখন ? সত্যিকারের পাখি ?
কে যে কোথায় কার হৃদয়ে কখন আঘাত করে।
রৌদ্রবরণ দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে—
নারীর,—তবু ভেবেছিলাম বহিঃপ্রকৃতির।
আজকে সে-সব মীনকেতনের সাড়ার মতো, তবু
অন্ধকারের মহাসনাতনের থেকে চেয়ে
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হ'লে
বলে : 'আমি রোদ কি ধুলো পাখি না সেই নারী ?'
পাতা পাথর মৃত্যু কাজের ভূকন্দরের থেকে আমি শুনি ;
নদী শিশির পাখি বাতাস কথা ব'লে ফুরিয়ে গেলে পরে
শান্ত পরিচ্ছন্নতা এক এই পৃথিবীর প্রাণে
সফল হতে গিয়েও তবু বিষণ্ণতার মতো।

যদিও পথ আছে—তবু কোলাহলে শূন্য আলিঙ্গনে
নায়ক সাধক রাষ্ট্র সমাজ ক্লান্ত হয়ে পড়ে ;
প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো
কী এক বিরাট অবক্ষয়ের মানব-সাগরে।
তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের
শেষে এসে ; মানবপ্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

ভোরের বেলায় মাঠ প্রান্তর নীলকণ্ঠ পাখি
দুপুরবেলার আকাশে নীল পাহাড় নীলিমা,
সারাটি দিন মীনরৌদ্রমুখর জলের স্বর,—
অনবসিত বাহির-ঘরের ঘরণীর এই সীমা।

তবুও রৌদ্র সাগরে নিভে গেল ;
ব'লে গেল : 'অনেক মানুষ ম'রে গেছে' ; 'অনেক নারীরা কি
তাদের সাথে হারিয়ে গেছে ?'—বলতে গেলাম আমি ;
উঁচু গাছের ধূসর হাড়ে চাঁদ না কি সে পাখি
বাতাস আকাশ নক্ষত্র নীড় খুঁজে
ব'সে আছে এই প্রকৃতির পলকে নিবিড় হয়ে ;
পুরুষনারী হারিয়ে গেছে শস্প নদীর অমনোনিবেশে,
অমেয় সুসময়ের মতো রয়েছে হৃদয়ে।

বিকেলবেলা গড়িয়ে গেলে অনেক মেঘের ভিড়
কয়েক ফলা দীর্ঘতম সূর্যকিরণ বুকে
জাগিয়ে তুলে হলুদ নীল কমলারঙের আলোয়
জ্ব'লে উঠে ঝ'রে গেল অন্ধকারের মুখে।
যুবারা সব যে যার ঢেউয়ে ;—
মেয়েরা সব যে যার প্রিয়ের সাথে
কোথায় আছে জানি না তো ;
কোথায় সমাজ, অর্থনীতি ?—স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো ;—
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে যার দ্বৈপসাগর দখল ক'রে!
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে,—তবু আরেক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে
পথে-পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানাল যে যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।
প্রাচীন কথা নতুন ক'রে এই পৃথিবীর অনন্ত বোনভায়ে
ভাবছে একা-একা ব'সে
যুদ্ধ রক্ত রিরংসা ভয় কলরোলের ফাঁকে :
আমাদের এই আকাশ সাগর আঁধার আলোয় আজ
যে-দোর কঠিন ; নেই মনে হয় ;—সে-দ্বার খুলে দিয়ে
যেতে হবে আবার আলোয় অসার আলোর ব্যসন ছাড়িয়ে

অনেক নদীর জল উবে গেছে—
ঘর বাড়ি সাঁকো ভেঙে গেল ;
সে-সব সময় ভেদ ক'রে ফেলে আজ
কারা তবু কাছে চ'লে এলো।
যে-সূর্য অয়নে নেই কোনো দিন,
—মনে তাকে দেখা যেত যদি—
যে-নারী দেখে নি কেউ—ছ'সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।
তুমি কথা বল—আমি জীবন মৃত্যুর শব্দ শুনি :
সকালে শিশিরকণা যে-রকম ঘাসে
অচিরে মরণশীল হয়ে তবু সূর্যে আবার
মৃত্যু মুখে নিয়ে পরদিন ফিরে আসে।
জন্মতারকার ডাকে বার-বার পৃথিবীতে ফিরে এসে আমি
দেখেছি তোমার চোখে একই ছায়া পড়ে :
সে কি প্রেম ?   অন্ধকার ?—ঘাস ঘুম মৃত্যু প্রকৃতির
অন্ধ চলাচলের ভিতরে।
স্থির হয়ে আছে মন ; মনে হয় তবু
সে ধ্রুব গতির বেগে চলে,
মহা-মহা রজনীর ব্রহ্মাণ্ডকে ধরে ;
সৃষ্টির গভীর গভীর হংসী প্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।

'এখানে পৃথিবী আর নেই—'
ব'লে তারা পৃথিবীর জনকল্যাণেই
বিদায় নিয়েছে হিংসা ক্লান্তির পানে ;
কল্যাণ কল্যাণ ; এই রাত্রির গভীরতর মানে।
শান্তি এই আজ ;
এইখানে স্মৃতি ;
এখানে বিস্মৃতি তবু ; প্রেম
ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

চারদিকে নীল সাগর ডাকে অন্ধকারে, শুনি ;
ঐখানেতে আলোকস্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে ঢের
একটি-দু'টি তারার সাথে ;—তারপরেতে অনেকগুলো তারা ;
অন্নে ক্ষুধা মিটে গেলেও মনের ভিতরের
ব্যথার কোনো মীমাংসা নেই জানিয়ে দিয়ে
আকাশ ভ'রে জ্বলে ;
হেমন্ত রাত ক্রমেই আরো অবোধ ক্লান্ত অধোগামী হয়ে
চলবে কি-না ভাবতে আছে ;—ঋতুর কামচক্রে সে তো চলে ;
কিন্তু আরো আশা আলো চলার আকাশ
রয়েছে কি মানবহৃদয়ে।
অথবা এ মানবপ্রাণের অনুতর্ক ; হেমন্ত খুব স্থির
সপ্রতিভ ব্যাপ্ত হিরণগভীর সময় ব'লে
ইতিহাসের করুণ কঠিন ছায়াপাতের দিনে
উন্নতি প্রেম কাম্য মনে হ'লে
হৃদয়কে ঠিক শীত সাহসিক হেমন্তলোক ভাবি ;
চারিদিকে রক্তে রৌদ্রে অনেক বিনিময়ে ব্যবহারে
কিছুই তবু ফল হ'ল না ; এসো মানুষ, আবার দেখা যাক
সময় দেশ ও সন্ততিদের কী লাভ হতে পারে।
ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি
আজ পৃথিবীর তীরে ;
কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক
ক'রে দিতে পারে বুঝি মানবভাবনাকে ;
অন্ধ অভিভূতের মতো যদিও আজ লোক
চলছে, তবু মানুষকে সে চিনে নিতে বলে :
কোথায় মধু—কোথায় কালের মক্ষিকারা—কোথায় আহ্বান
নীড় গঠনের সমবায়ের শান্তি-সহিষ্ণুতার ;—
মানুষও জ্ঞানী : তবুও ধন্য মক্ষিকাদের জ্ঞান।
কাছে-দূরে এই শতাব্দীর প্রাণনদীরা রোল
স্তব্ধ ক'রে রাখে গিয়ে যে-ভূগোলের অসারতার পরে

সেখানে নীলকণ্ঠ পাখি ফসল সূর্য নেই,
ধূসর আকাশ,—একটি শুধু মেরুন রঙের গাছের মর্মরে
আজ পৃথিবীর শূন্য পথ ও জীবনবেদের নিরাশা তাপ ভয়
জেগে ওঠে ;—এ-সুর ক্রমে নরম—ক্রমে হয়তো
আরো কঠিন হতে পারে ;
সোফোক্লেস ও মহাভারত মানবজাতির
এ-ব্যর্থতা জেনেছিল ; জানি ;
আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে।

১৮ : সূর্য নক্ষত্র নারী

তোমার নিকট থেকে সর্বদাই বিদায়ের কথা ছিল
সব চেয়ে আগে ; জানি আমি।
সে-দিনও তোমার সাথে মুখ-চেনা হয় নাই।
তুমি যে এ-পৃথিবীতে র'য়ে গেছ
আমাকে বলে নি কেউ।
কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরান জল
র'য়ে গেছে ;—
যে যার নিজের কাজে আছে, এই অনুভবে চ'লে
শিয়রে নিয়ত স্ফীত সূর্যকে চেনে তারা ;
আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর
কোনো জল কী ক'রে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের ?
তবুও জীবন ছুঁয়ে গেলে তুমি ;—
আমার চোখের থেকে নিমেষনিহত
সূর্যকে সরায়ে দিয়ে।

স'রে যেত ; তবুও আয়ুর দিন ফুরোবার আগে
নব-নব সূর্যকে কে নারীর বদলে
ছেড়ে দেয় ? কেন দেব ? সকল প্রতীতি উৎসবের
চেয়ে তবু বড়

স্থিরতর প্রিয় তুমি ;—নিঃসূর্য নির্জন
ক'রে দিতে এলে।
মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে আমি যদি মিলিত হতাম
তোমার উৎসের সাথে, তবে আমি অন্য সব প্রেমিকের মতো
বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা ক'রে আত্মস্থ হতাম।
তুমি তা জান না, তবু, আমি জানি, একবার
তোমাকে দেখেছি ;—
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই ;—বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায় ;—মানুষ অপরিজ্ঞাত সে-অমায় ; তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায় !
আহা, তাকে অন্ধকার অনন্তের মতো আমি জেনে নিয়ে, তবু,
অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসে কে না জেনে
কোথায় চলেছি !

দুই

চারিদিকে সৃজনের অন্ধকার র'য়ে গেছে, নারি,
অবতীর্ণ শরীরের অনুভূতি ছাড়া আরো ভালো
কোথাও দ্বিতীয় সূর্য নেই, যা জ্বালালে
তোমার শরীর সব আলোকিত ক'রে দিয়ে স্পষ্ট ক'রে দেবে
কোনো কালে
শরীরে যা র'য়ে গেছে।
এই সব ঐশী কাল ভেঙে ফেলে দিয়ে
নতুন সময় গ'ড়ে নিজেকে না গ'ড়ে তবু তুমি
ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকারে একবার জন্মাবার হেতু
অনুভব করেছিলে ;—
জন্ম-জন্মান্তের মৃত স্মরণের সাঁকো
তোমার হৃদয় স্পর্শ করে ব'লে আজ
আমাকে ইসারাপাত ক'রে গেলে তারি ;—
অপার কালের স্রোত না পেলে কী ক'রে তবু, নারি,

তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে
কাছে পাবে-
তোমার নিবিড় নিজ চোখ এসে নিজের বিষয় নিয়ে যাবে?
সময়ের কক্ষ থেকে দূর কক্ষে চাবি
খুলে ফেলে তুমি অন্য সব মেয়েদের
আত্মঅন্তরঙ্গতার দান
দেখায়ে অনঙ্ককাল ভেঙে গেলে পরে,
যে-দেশে নক্ষত্র নেই—কোথাও সময় নেই আর—
আমারো হৃদয়ে নেই বিভা—
দেখাবে নিজের হাতে—অবশেষে—কী মকরকেতনে প্রতিভা।

তিন

তুমি আছ জেনে আমি অন্ধকার ভালো ভেবে যে-অতীত আর
যেই শীত ক্লান্তিহীন কাটায়েছিলাম,
তাই শুধু কাটায়েছি।
কাটায়ে জেনেছি এই-ই শূন্য, তবু হৃদয়ের কাছে ছিল
অন্য-কোনো নাম।
অন্তহীন অপেক্ষার চেয়ে তবে ভালো
দ্বীপাতীত লক্ষ্যে অবিরাম চ'লে যাওয়া।
শোককে স্বীকার ক'রে অবশেষে তবে
নিমেষের শরীরের উজ্জ্বলতায় অনন্তের জ্ঞানপাপ মুছে দিতে হবে।
আজ এই ধ্বংসমত্ত অন্ধকার ভেদ ক'রে বিদ্যুতের মতো
তুমি যে শরীর নিয়ে র'য়ে গেছ, সেই কথা সময়ের মনে
জানাবার আধার কি একজন পুরুষের নির্জন শরীরে
একটি পলক শুধু—হৃদয়বিহীন সব অপার আলোকবর্ষ ঘিরে?
অধঃপতিত এই অসময়ে কে-বা সেই উপচার পুরুষমানুষ?—
ভাবি আমি;—জানি আমি, তবু
সে-কথা আমাকে জানাবার
হৃদয় আমার নেই;—
যে-কোনো প্রেমিক আজ এখন আমার

দেহের প্রতিভূ হয়ে নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে।

২১ চারিদিকে প্রকৃতির

চারিদিকে প্রকৃতির ক্ষমতা নিজের মতো ছড়ায়ে রয়েছে।
সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী—
মনে হয় ইহাদের প্রেম
মনে ক'রে নিতে গেলে, চুপে
তিমিরবিদারী রীতি হয়ে এরা আসে
আজ নয়,—কোনো এক আগামী আকাশে।
অন্নের ঋণ, বিমলিন স্মৃতি সব
বন্দরবস্তির পথে কোনো এক দিন
নিমেষের রহস্যের মতো ভুলে গিয়ে
নদীর নারীর কথা—আরো প্রদীপ্তির কথা সব
সহসা চকিত হয়ে ভেবে নিতে গেলে বুঝি কেউ
হৃদয়কে ঘিরে রাখে দিতে চায় একা আকাশের
আশেপাশে অহেতুক ভাঙা শাদা মেঘের মতন।
তবুও নারীর নাম ঢের দূরে আজ,
ঢের দূরে মেঘ ;
সারা দিন নিলেমের কালিমার খারিজের কাজে মিশে থেকে
ছুটি নিতে ভালোবেসে ফেলে যদি মন
ছুটি দিতে চায় না বিবেক।
মাঝে-মাঝে বাহিরের অন্তহীন প্রসারের থেকে
মানুষের চোখে-পড়া-না-পড়া সে কোনো স্বভাবের
সুর এসে মানবের প্রাণে
কোনো এক মানে পেতে চায় :
যে-পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।
চারিদিকে কলকাতা টোকিয়ো দিল্লী মস্কো অতলান্তিকের কলরব,

সরবরাহের ভোর,
অনুপম ভোরাইয়ের গান ;
অগণন মানুষের সময় ও রক্তের জোগান
ভাঙে গড়ে ঘর বাড়ি মরুভূমি চাঁদ
রক্ত হাড় বসার বন্দর জেটি ডক ;
প্রীতি নেই,—পেতে গেলে হৃদয়ের শান্তি স্বর্গের
প্রথম দুয়ারে এসে মুখরিত ক'রে তোলে মোহিনী নরক।
আমাদের এ-পৃথিবী যতদূর উন্নত হয়েছে
ততদূর মানুষের বিবেক সফল।
সে-চেতনা পিরামিডে পেপিরাসে প্রিণ্টিং-প্রেসে ব্যাপ্ত হয়ে
তবুও অধিক আধুনিকতর চরিত্রের বল।
শাদাশিদে মনে হয় সে-সব ফসল :
পায়ের চলার পথে দিন আর রাত্রির মতন ;—
তবুও এদের গতি স্নিগ্ধ নিয়ন্ত্রিত ক'রে বার-বার উত্তরসমাজ
ঈষৎ অনন্যসাধারণ।

২২ : মহিলা

এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে
ভোরের ভিতর থেকে অন্য এক পৃথিবীর মতো ;
এইখানে এসে প'ড়ে—থেমে গেলে—একটি নারীকে
কোথাও দেখেছি ব'লে স্বভাববশত

মনে হয় ;—কেননা এমন স্থান পাথরের ভারে কেটে তবু
প্রতিভাত হয়ে থাকে নিজের মতন লঘুভারে ;
এইখানে সে-দিনও সে হেঁটেছিল,—আজো ঘুরে যায় ;
এর চেয়ে বেশি ব্যাখ্যা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দিতে পারে ;

অনিত্য নারীর রূপ বর্ণনায় যদিও সে কুটিল কলম
নিয়োজিত হয় নাই কোনোদিন,—তবুও মহিলা

না ম'রে অমর যারা তাহাদের স্বর্গীয় কাপড়
কোঁচকায়ে পৃথিবীর মস্থণ গিলা

অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়ে বানায়েছে নিজের শরীর।
চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসম বাতাস।
দিনগত পাপক্ষয় ভুলে গিয়ে হৃদয়ের দিন
ধারণ করেছে তার শরীরের ফাঁস।

চিতাবাঘ জন্মাবার আগে এই পাহাড়ে সে ছিল ;
অজগর সাপিনীর মরণের পরে।
সহসা পাহাড় ব'লে মেঘ-খণ্ডকে
শূন্যের ভিতরে

ভুল হলে—প্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে হয় ;
(চোখ চেয়ে ভালো ক'রে তাকালেই হত ;)
কেননা কেবলি যুক্তি ভালোবেসে আমি
প্রমাণের অভাববশত

তাহাকে দেখি নি তবু আজো ;
এক আচ্ছন্নতা খুলে শতাব্দী নিজের মুখের নিষ্ফলতা
দেখাবার আগে নেমে ডুবে যায় দ্বিতীয় ব্যথায় ;
আদার ব্যাপারী হয়ে এই সব জাহাজের কথা

না ভেবে মানুষ কাজ ক'রে যায় শুধু
ভয়াবহভাবে অনায়াসে।
কখনো সম্রাট শনি শেয়াল ও ভাঁড়
সে-নারীর রাং দেখে হো-হো ক'রে হাসে

দুই

মহিলা তবুও নেমে আসে মনে হয় :
(বমারের কাজ সাঙ্গ হলে
নিজের এয়োরোড্রোমে—প্রশান্তির মতো ?)
আছেও জেনেও জনতার কোলাহলে

তাহার মনের ভাব ঠিক কী রকম—
আপনারা স্থির ক'রে নিন ;
মনে পড়ে, সেন রায় নওয়াজ কাপূর
আয়াঙ্গার আপ্তে পেরিন—

এমনই পদবী ছিল মেয়েটির কোনো একদিন ;
আজ তবু উনিশ শো বেয়াল্লিশ সাল ;
সম্বর মৃগের বেড় জড়ায়েছে যখন পাহাড়ে
কখনও বিকেলবেলা বিরাট ময়াল,

অথবা যখন চিল শরতের ভোরে
নীলিমার আধপথে তুলে নিয়ে গেছে
রুসুয়েকে ঠোনা দিয়ে অপরূপ চিতলের পেটি,—
সহসা তাকায়ে তারা উৎসারিত নারীকে দেখেছে ;

এক পৃথিবীর মৃত্যু প্রায় হয়ে গেলে
অন্য-এক পৃথিবীর নাম
অনুভব ক'রে নিতে গিয়ে মহিলার
ক্রমেই জাগছে মনস্কাম ;

ধূমাবতী মাতঙ্গী কমলা দশ-মহাবিদ্যা নিজেদের মখ
দেখায়ে সমাপ্ত হলে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সঙ্কেতে
পৃথিবীকে জীবনের মতো পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিল আড়ি পেতে

তাহারা বিশেষ কেউ কিছু নয় ;—
এখনও প্রাণের হিতাহিত
না জেনে এগিয়ে যেতে চেয়ে তবু পিছু হটে গিয়ে
হেসে ওঠে গৌড়জনোচিত

গরম জলের কাপে ভবেনের চায়ের দোকানে ;
উত্তেজিত হয়ে মনে করেছিল (কবিদের হাড়
যতদূর উদ্বোধিত হয়ে যেতে পারে—
যদিও অনেক কবি প্রেমিকের হাতে স্ফীত হয়ে গেছে রাঁঢ়) :

'উনিশ শো বেয়াল্লিশ সালে এসে উনিশ শো পঁচিশের জীব—
সেই নারী আপনার হংসীশ্বেত রিরংসার মতন কঠিন ;
সে না হলে মহাকাল আমাদের রক্ত ছেঁকে নিয়ে
বার ক'রে নিত না কি জনসাধারণভাবে স্যাকারিন।

আমাদের প্রাণে যেই অসন্তোষ জেগে ওঠে, সেই স্থির করে ;
পুনরায় বেদনায় আমাদের সব মুখ স্থুল হয়ে গেলে
গাধার সুদীর্ঘ কান সন্দেহের চোখে দেখে তবু
শকুনের শেয়ালের চেকনাই কান কেটে ফেলে।'

২৫ : সামান্য মানুষ

একজন সামান্য মানুষকে দেখা যেত রোজ
ছিপ হাতে চেয়ে আছে ; ভোরের পুকুরে
চাপেলী পায়রাচাঁদা মৌরলা আছে ;
উজ্জ্বল মাছের চেয়ে খানিকটা দূরে

আমার হৃদয় থেকে সেই মানুষের ব্যবধান ;
মনে হয়েছিল এক হেমন্তের সকালবেলায় ;

এমন হেমন্ত ঢের আমাদের গোল পৃথিবীতে
কেটে গেছে ; তবুও আবার কেটে যায়।

আমার বয়স আজ চল্লিশ বছর ;
সে আজ নেই এ-পৃথিবীতে ;
অথবা কুয়াশা ফেঁসে—ওপারে তাকালে
এ-রকম অঘ্রাণের শীতে

সে-সব রুপোলি মাছ জ্ব'লে ওঠে রোদে,
ঘাসের ঘ্রাণের মতো স্নিগ্ধ সব জল ;
অনেক বছর ধ'রে মাছের ভিতরে হেসে খেলে
তবু সে তাদের চেয়ে এক তিল অধিক সরল,

এক বাঁট অধিক প্রবীণ ছিল আমাদের থেকে ;
ঐখানে পায়চারি করে তার ভূত,—
নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত ;

প্রতিটি মাঘের হাওয়া ফাল্গুনের আগে এসে দোলায় সে-সব।
আমাদের পাওয়ার ও পার্টি-পোলিটিক্স
জ্ঞান-বিজ্ঞানে আরেক রকম শ্রীছাঁদ
কমিটি মিটিং ভেঙে আকাশে তাকালে মনে পড়ে—
সে আর সপ্তমী তিথি : চাঁদ।

২৬ : প্রিয়দের প্রাণে

অনেক পুরোনো দিন থেকে উঠে নতুন শহরে
আমি আজ দাঁড়ালাম এসে।
চোখের পলকে তবু বোঝা গেল জনতাগভীর তিথি আজ ;
কোনো ব্যতিক্রম নেই মানুষবিশেষে।

এখানে রয়েছে ভোর,—নদীর সমস্ত প্রীত জল ;—
কবের মনের ব্যবহারে তবু হাত বাড়াতেই
দেখা গেল স্বাভাবিক ধারণার মতন সকাল—
অথবা তোমার মতো নারী আর নেই।

তবুও রয়েছে সব নিজেদের আবিষ্ট নিয়মে
সময়ের কাছে সত্য হয়ে,
কেউ যেন নিকটেই র'য়ে গেছে ব'লে ;—
এই বোধ ভোর থেকে জেগেছে হৃদয়ে।

আগাগোড়া নগরীর দিকে চেয়ে থাকি ;
অতীব জটিল ব'লে মনে হল প্রথম আঘাতে ;
সে-রীতির মতো এই স্থান যেন নয় ;
সেই দেশ বহুদিন সয়েছিল ধাতে

জ্ঞান মানমন্দিরের পথে ঘুরে বই হাতে নিয়ে ;
তারপর আজকের লোক সাধারণ রাত দিন চর্চা ক'রে,
মনে হয় নগরার শিয়রের অনিরুদ্ধ উষা সূর্য চাঁদ
কালের চাকায় সব আর্ষপ্রয়োগের মতো ঘোরে।

কেমন উচ্ছিন্ন শব্দ বেজে ওঠে আকাশের থেকে ;
মানে বুঝে নিতে গিয়ে তবুও ব্যাহত হয় মন ;
একদিন হবে তবু এরোপ্লেনের—
আমাদেরো শ্রুতিবিশোধন।

দূর থেকে প্রপেলার সময়ের দৈনিক স্পন্দনে
নিজের গুরুত্ব বুঝে হতে চায় আরো সাময়িক ;
রৌদ্রের ভিতরে ঐ বিচ্ছুরিত এলুমিনিয়ম
আকাশ মাটির মধ্যবর্তিনীর মতো যেন ঠিক।

ক্রমে শীত, স্বাভাবিক ধারণার মতো এই নিচের নগরী
আরো কাছে প্রতিভাত হয়ে আসে চোখে ;
সকল দুরূহ বস্তু সময়ের অধীনতা মেনে
মানুষ ও মানুষের মৃত্যু হয়ে সহজ আলোকে

দেখা দেয় ;—সর্বদাই মরণের অতীব প্রসার,—
জেনে কেউ অভ্যাসবশত তবু দু'-চারটে জীবনের কথা
ব্যবহার ক'রে নিতে গিয়ে দেখে অলক্রিয়ারেরও চেয়ে বেশি
প্রত্যাশায় ব্যাপ্তকাল ভোলে নি প্রাণের একাগ্রতা।

আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর—
প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে
স্বাভাবিক মনে হয় : উর ময় লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে
না থেমে অভিজ্ঞভাবে চ'লে যায় প্রিয়তর দেশে।

২৮ ; তার স্থির প্রেমিকের নিকট

বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই,—আমি বলি না তা।
কারো লাভ আছে ;—সকলেরই ;—হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েছি ধবল শব্দ—বাতাসতাড়িত পাখিদের।
মোমের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলে—ধীরে জ্বলে আমার টেবিলে

মনীষার বইগুলো আরো স্থির,—শান্ত,—আরাধনাশীল ;
তবু তুমি রাস্তায় বার হলে,—ঘরেরও কিনারে ব'সে
টের পাবে না কি
দিকে-দিকে নাচিতেছে কী ভীষণ উন্মত্ত সলিল।

তারি পাশে তোমারো রুধির কোনো বই—কোনো
প্রদীপের মতো আর নয়,

হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হয়ে সৈকতের পরে
সেও স্থর আপনার প্রতিভায়—নিসর্গের মতো :
রূঢ়—প্রিয়—প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।
তাই আমি ভীষণ ভিড়ের ক্ষোভে বিস্তীর্ণ হাওয়ার স্বাদ পাই ;
না হলে মনের বনে হরিণীকে জড়ায় ময়াল :
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি সে-রকম জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি ; কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেণ্ট পাল—
বুঝিবে আমার কথা ; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাশ অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে

২৯ : অবরোধ

বহুদিন আমার এ-হৃদয়কে অবরোধ ক'রে র'য়ে গেছে ;
হেমন্তের স্তব্ধতায় পুনরায় করে অধিকার।
কোথায় বিদেশে যেন
এক তিল অধিক প্রবীণ এক নীলিমার পারে
তাহাকে দেখিনি আমি ভালো ক'রে,—তবু মহিলার
মনন-নিবিড় প্রাণ কখন আমার চোখঠারে
চোখ রেখে ব'লে গিয়েছিল :
'সময়ের গ্রন্থি সনাতন, তবু সময়ও তা বেঁধে দিতে পারে?'

বিবর্ণ জড়িত এক ঘর ;
কী ক'রে প্রাসাদ তাকে বলি আমি ?
অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের 'পর
ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার ;
মাতিসের—সেজানের—পিকাসোর ;
অথবা কিসের ছবি ? কিসের ছবির হাড়গোড় ?

কেবল আধেক ছায়া—

ছায়ায় আশ্চর্য সব বৃত্তের পরিধি র'য়ে গেছে।
কেউ দেখে—কেউ তাহা দেখে নাকো—আমি দেখি নাই।
তবু তার অবলঙ কালো টেবিলের পাশে আধাআধি
চাঁদনীর রাতে
মনে পড়ে আমিও বসেছি একদিন।
কোথাকার মহিলা সে? কবেকার—ভারতী নর্ডিক গ্রীক
মুশ্লিম মার্কিন?
অথবা সময় তাকে সনাক্ত করে না আর;
সর্বদাই তাকে ঘিরে, আধোঅন্ধকার;
চেয়ে থাকি,—তবুও সে পৃথিবীর ভাষা ছেড়ে পরিভাষাহীন।
মনে পড়ে সেখানে উঠোনে এক দেবদারু গাছ ছিল।
তারপর সূর্যালোকে ফিরে এসে মনে হয় এই সব দেবদারু নয়।
সেইখানে তম্বুরার শব্দ ছিল।
পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে; স্বর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।
একদিন রাত্রি এসে সকলের ঘুমের ভিতরে
আমাকে একাকী জেনে ডেকে নিল—অন্য-এক ব্যবহারে
মাইলটাক দূরে পুরোপুরি।

সবি আছে—খুব কাছে; গোলকধাঁধার পথে ঘুরি
তবুও অনন্ত মাইল তারপর—কোথাও কিছুই নেই ব'লে।
অনেক আগের কথা এই সব—এই
সময় বৃত্তের মতো গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জানুহীন,
মলিন সমাজ
সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ—একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার
ব্যসনে ফুরাবে।

কেমন আশার মতো মনে হয় রোদের পৃথিবী,—
যত দূর মানুষের ছায়া গিয়ে পড়ে
মৃত্যু আর নিরুৎসাহের থেকে ভয় আর নেই
এ-রকম ভোরের ভিতরে।

যত দূর মানুষের চোখ চ'লে যায়
উর ময় হরপ্পা আথেন্স্ রোম কলকাতা রোদের সাগরে
অগণন মানুষের শরীরের ভিতরে বন্দিনী
মানবিকতার মতো : তবুও তো উৎসাহিত করে?

সে অনেক লোক লক্ষ্য অসম্ভব ভাবে ম'রে গেছে।
ঢের আলোড়িত লোক বেঁচে আছে তবু।
আরো স্মরণীয় উপলব্ধি জন্মাতেছে।
যা হবে তা আজকের নরনারীদের নিয়ে হবে।
যা হল তা কালকের মৃতদের নিয়ে হয়ে গেছে।

*

কঠিন অমেয় দিন রাত এই সব।
চারিদিকে থেকে-থেকে মানব ও অমানবিকতা
সময় সীমার ঢেউয়ে অধোমুখ হয়ে
চেয়ে দেখে শুধু-মরণের
কেমন অপরিমেয় ছটা।
তবু এই পৃথিবীর জীবনই গভীর :
এক—দুই—শত বছরের
পাথর নুড়ির পথে স্রোতের মতন
কোথায় যে চ'লে গেছে কোন্ সব মানুষের দেহ,
মানুষের মন।
আজ ভোরে সূর্যালোকিত জল তবু
ভাবনালোকিত সব মানুষের ক্রম,—
তোমরা শতাব্দী নও;

তোমরা তো উনিশ শো অনন্তের মতন সুগম।
আলো নেই? নরনারী কলরোল আলোর আবহ
প্রকৃতির? মানুষেরও; অনাদির ইতিহাসসহ।

বিকেলবেলার আলো ক্রমে নিভছে আকাশ থেকে।
মেঘের শরীর বিভেদ ক'রে বর্শাফলার মতো
সূর্যকিরণ উঠে গেছে নেমে গেছে দিকে-দিগন্তরে;
সকলি চুপ কী এক নিবিদ প্রণয়বশত।
কমলা হলুদ রঙের আলো—আকাশ নদী নগরী পৃথিবীকে
সূর্য থেকে লুপ্ত হয়ে অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে
ধীরে-ধীরে ডুবিয়ে দেয়;—মানবহৃদয়, দিন কি শুধু গেল?
শতাব্দী কি চ'লে গেল!—হেমন্তের এই আঁধারের হিম লাগে;
চেনা জানা প্রেম প্রতীতি প্রতিভা সাধ নৈরাজ্য ভয় ভুল
সব-কিছুকেই ঢেকে ফেলে অধিকতর প্রয়োজনের দেশে
মানবকে সে নিয়ে গিয়ে শান্ত—আরো শান্ত হতে যদি
অনুজ্ঞা দেয় জনমানবসভ্যতার এই ভীষণ নিরুদ্দেশে,—
আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনা কালজয়ী
হতে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অমেয় কথা ভাবে,—
আজকে যদি দীন প্রকৃতি দাঁড়ায় যতি যবনিকার মতো
শাস্তি দিতে মৃত্যু দিতে;—জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেম্‌লিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

৩৩ : সূর্য রাত্রি নক্ষত্র

এইখানে মাইল মাইল ঘাস ও শালিখ রৌদ্র ছাড়া আর কিছু নেই।
সূর্যালোকিত হয়ে শরীর ফসল ভালোবাসি :
আমারি ফসল সব,—মীন কন্যা এসে ফলালেই
বৃশ্চিক কর্কট তুলা মেষ সিংহ রাশি
বলয়িত হয়ে উঠে আমাকে সূর্যের মতো ঘিরে
নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।
এই নদী নীড় নারী কেউ নয় ;—মানুষের প্রাণের ভিতরে।
এ-পৃথিবী তবুও তো সব।
অধিক গভীর ভাবে মানবজীবন ভালো হলে
অধিক নিবিড়তর ভাবে প্রকৃতিকে অনুভব
করা যায়। কিছু নয় অন্তহীন ময়দান অন্ধকার রাত্রি নক্ষত্র ;—
তারপর কেউ তাকে না চাইতে নবীন করুণ রৌদ্রে ভোর ;—
অভাবে সমাজ নষ্ট না হলে মানুষ এই সবে
হয়ে যেত এক তিল অধিক বিভোর।

৩৩ : জয়জয়ন্তীর সূর্য

কোনো দিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনো দিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠের বিকেলে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে ;
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে-চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হয়েও যা কিছু শুভ্র র'য়ে গেছে আজ—
সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে—
সে-রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।

কোথাও রৌদ্রের নাম—
অন্নের নারীর নাম ভালো ক'রে বুঝে নিতে গেলে
নিয়মের নিগড়ের হাত এসে ফেঁদে
মানুষকে যে-আবেগে যত দিন বেঁধে
রেখে দেয়,
যত দিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যত দিন শূন্যতার ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে—তবে
বন্দরে সৌধের ঊর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে,—
তত দিন পৃথিবীর কবি আমি—অকবির অবলেশ আমি
ভয় পেয়ে দেখি—সূর্য ওঠে ;
ভয় পেয়ে দেখি—অস্তগামী।
যে-সমাজ নেই তবু র'য়ে গেছে, সেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মতো মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গ'ড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই—প্রেম আসে নাক'।
কোথাও নির্য়তিহীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্রান্তির শব্দ শোনে ; পিছে টানে ;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি ক'রে চলে ;
কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু গণনাবিহীন হয়ে প'ড়ে থাকে জেনে
নিয়ে—তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই—তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে ?

সঙ্কল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়।
তবুও তো ভোর আসে—হঠাৎ উৎসের মতো, আন্তরিকভাবে ;
জীবনধারণ ছেপে নয়,—তবু
জীবনের মতন প্রভাবে ;
মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।

মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে,—আরো এসে
যেতে পারে :
মহান সাগর গ্রাম নগর নিরুপম নদী ;—
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো
ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয় অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা
যাবে ;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধ'রে চ'লে :
কাজ ক'রে ভুল হ'লে, রক্ত হলে মানুষের অপরাধ
ম্যামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।

৩৫ : হেমন্ত রাতে

শীতের ঘুমের থেকে এখন বিদায় নিয়ে বাহিরের অন্ধকার রাতে
হেমন্তলক্ষ্মীর সব শেষ অনিকেত আবছায়া তারাদের
সমাবেশ থেকে চোখ নামায়ে একটি পাখির ঘুম কাছে
পাখিনীর বুকে ডুবে আছে,—
চেয়ে দেখি ;—তাদের উপরে এই অবিরল কালো পৃথিবীর
আলো আর ছায়া খেলে—মৃত্যু আর প্রেম আর নীড়।

এ ছাড়া অধিক কোনো নিশ্চয়তা নির্জনতা জীবনের পথে
আমাদের মানবীয় ইতিহাস চেতনায়ও নেই ;—(তবু আছে।)
এমনই অঘ্রাণ রাতে মনে পড়ে—কত সব ধূসর বাড়ির
আমলকীপল্লবের ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের ভিড়
পৃথিবীর তীরে-তীরে ধূসরিম মহিলার নিকটে সন্নত
দাঁড়ায়ে রয়েছে কত মানবের বাষ্পাকুল প্রতীকের মতো—

দেখা যেত ; এক আধ মুহূর্ত শুধু,—সে-অভিনিবেশ ভেঙে ফেলে
সময়ের সমুদ্রের রক্ত ঘ্রাণ পাওয়া গেল ;—ভীতিশব্দ রীতিশব্দ
মুক্তিশব্দ এসে
আরো ঢের পটভূমিকার দিকে দিগন্তরে ক্রমে
মানবকে ডেকে নিয়ে চ'লে গেল প্রেমিকের মতো সসম্ভ্রমে ;
তবুও সে প্রেম নয়, সুধা নয়,—মানুষের ক্লান্ত অন্তহীন
ইতিহাস-আকুতির প্রবীণতা ক্রমায়াত ক'রে সে বিলীন ?

আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হৈমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তা কাজ সংকল্পের তরঙ্গকঙ্কাল
দ্বীপসমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ ক'রে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে।
কেবলি কল্লোল আলো,—জ্ঞান প্রেম পূর্ণতর মানবহৃদয়
সনাতন মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে—তবু—উনিশ শো অনন্তের জয়

হয়ে যেতে পারে, নারি, আমাদের শতাব্দীর দীর্ঘতর চেতনার কাছে
আমরা সজ্ঞান হয়ে বেঁচে থেকে বড় সময়ের
সাগরের কূলে ফিরে আমাদের পৃথিবীকে যদি
প্রিয়তর মনে করি প্রিয়তম মৃত্যু অবধি ;—
সকল আলোর কাজ বিষণ্ণ জেনেও তবু কাজ ক'রে—গানে
গেয়ে লোকসাধারণ ক'রে দিতে পারি যদি আলোকের মানে।

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের বারে
প্রেমের শরীর চিনে নিতাম চারিদিকের রোদের হাহাকারে,—
হাওয়ায় তুমি ভেসে যেতে দখিণ দিকে—যেইখানেতে যমের দুয়ার আছে ;
অভিচারী বাতাসে বুক লবণ-বিলুণ্ঠিত হলে আবার আমার কাছে
উৎরে এসে জানিয়ে দিতে পাখিদেরও—শাদা পাখিদেরও স্খলন আছে।

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে দিতাম নীল সাগরের দিকে,
বিষণ্ণতার মুখের কারুকার্যে বেলা হারিয়ে যেত জ্যোতির মোজেয়িকে।

দিনের উজান রোদের ঢলে যতটা দূর আকাশ দেখা যায়
তোমার পালক শাদা আরো শাদা হয়ে অমেয় নীলিমায়
ঐ পৃথিবীর সাটিনপরা দীর্ঘ গড়ন নারীর মতো—তবুও তো এক পাখি;
সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা কি!
যা হয়েছে যা হতেছে সকল পরশ এইবারেতে নীল সাগরের নীড়ে
গুঁড়িয়ে সূর্য নারী হল, অকূলপাথার পাখির শরীরে।

গভীর রৌদ্রে সীমান্তের এই ঢেউ—অতিবেল সাগর, নারি, শাদা
হতে হতে নীলাভ হয়;—প্রেমের বিসার, মহিয়সি, ঠিক এ-রকম আধা
নীলের মতো, জ্যোতির মতো। মানব ইতিহাসের আধেক নিয়ন্ত্রিত পথে
আমরা বিজোড়; তাই তো দুধের-বরণ-শাদা পাখির জগতে
অন্ধকারের কপাট খুলে শুকতারাকে চোখে দেখার চেয়ে
উড়ে গেছি সৌরকরের সিঁড়ির বহিরাশ্রয়িতা পেয়ে।

অনেক নিমেষ অই পৃথিবীর কাঁটা গোলাপ শিশিরকণা মৃতের কথা ভেবে
তবু আরো অনন্তকাল ব'সে থাকা যেত; তবু সময় কি তা দেবে।
সময় শুধু বালির ঘড়ি সচল ক'রে বেবিলনের দুপুরবেলার পরে
হৃদয় নিয়ে শিপ্রা নদীর বিকেলবেলা হিরণ সূর্যকরে
খেলা ক'রে না ফুরোতেই কলকাতা রোম বৃহৎ নতুন নামের বিনিপাতে
উড়ে যেতে বলে আমায় তোমার প্রাণের নীল সাগরের সাথে।

না হলে এই পৃথিবীতে আলোর মুখে অপেক্ষাতুর ব'সে থাকা যেত
পাতা ঝরার দিকে চেয়ে অগণ্য দিন,—কীটে মৃণালকাঁটায় অনিকেত
শাদা রঙের সরোজিনীর মুখের দিকে চেয়ে,
কী এক গভীর ব'সে থাকার বিষণ্ণতার কিরণে ক্ষয় পেয়ে,
নারি, তোমায় ভাবা যেত।—বেবিলনে নিভে নতুন কলকাতাতে কবে
ক্রান্তি, সাগর, সূর্য জ্বলে অনাথ ইতিহাসের কলরবে।

আকাশের থেকে আলো নিভে যায় ব'লে মনে হয়।
আবার একটি দিন আমাদের মৃগতৃষ্ণার মতো পৃথিবীতে
শেষ হয়ে গেল তবে ;—শহরের ট্রাম
উত্তেজিত হয়ে উঠে সহজেই ভবিতব্যতার
যাত্রীদের বুকে নিয়ে কোন্ এক নিরুদ্দেশ কুড়োতে চলেছে।
এই দিকে পায়দলদের ভিড়—অই দিকে টর্চের মশালে বার-বার
যে যার নিজের নামে সকলের চেয়ে আগে নিজের নিকটে
পরিচিত ;—ব্যক্তির মতন নিঃসহায় ;
জনতাকে অবিকল অমঙ্গল সমুদ্রের মতো মনে ক'রে
যে যার নিজের কাছে নিবারিত দ্বীপের মতন
হয়ে পড়ে অভিমানে—ক্ষমাহীন কঠিন আবেগে।

সে-মুহূর্ত কেটে যায় ; ভালোবাসা চায় না কি মানুষ নিজের
পৃথিবীর মানুষের ?—শহরে রাত্রির পথে হেঁটে যেতে-যেতে
কোথাও ট্রাফিক থেকে উৎসারিত অবিরল ফাঁস
নাগপাশ খুলে ফেলে কিছুক্ষণ থেমে থেমে এ-রকম কথা
মনে হয় অনেকেরই ;—
আত্মসমাহিতিকূট ঘুমায়ে গিয়েছে হৃদয়ের।

তবু কোনো পথ নেই এখনো অনেক দিন, নেই।
একটি বিরাট যুদ্ধ শেষ হয়ে নিভে গেছে প্রায়।
আমাদের আধো-চেনা কোনো-এক পুরোনো পৃথিবী
নেই আর। আমাদের মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবী
আসে নি তো।
এই দুই দিগন্তের থেকে সময়ের
তাড়া খেয়ে পলাতক অনেক পুরুষ-নারী পথে
ফুটপাতে মাঠে জীপে ব্যারাকে হোটেলে আ নগলির উত্তেজে
কমিটি-মিটিঙে ক্লবে অন্ধকারে অনর্গল ইচ্ছার ঔরসে
সঞ্চারিত উৎসবের খোঁজে আজো সূর্যের বদলে

দ্বিতীয় সূর্যকে বুঝি শুধু অন্ন, শক্তি, অর্থ, শুধু মানবীর
মাংসের নিকটে এসে ভিক্ষা করে। সারা দিন—অনেক গভীর
রাতের নক্ষত্র ক্লান্ত হয়ে থাকে তাদের বিলোল কাকলীতে।
সকল নেশন আজ এই এক বিলোড়িত মহা-নেশনের
কুয়াশায় মুখ ঢেকে যে যার দ্বীপের কাছে তবু
সত্য থেকে—শতাব্দীর রাক্ষসী-বেলায়
দ্বৈপ-আত্মা-অন্ধকার এক-একটি বিমুখ নেশন।

শীত আর বীতশোক পৃথিবীর মাঝখানে আজ
দাঁড়ায়ে এ-জীবনের কতগুলো পরিচিত সত্ত্বশূন্য কথা—
যেমন নারীর প্রেম, নদীর জলের বীথি, সারসের আশ্চর্য ক্রেংকার
নীলিমায়, দীনতায় যেই জ্ঞান, জ্ঞানের ভিতর থেকে যেই
ভালোবাসা ; মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক
দাবীর আশ্চর্য বিশুদ্ধতা ; যুগের নিকটে ঋণ, মন-বিনিময়,
এবং নতুন জননীতিকের কথা—আরো স্মরণীয় কাজ
সকলের সুস্থতার—হৃদয়ের কিরণের দাবী করে ; আর অদূরের
বিজ্ঞানের আলাদা সজীব গভীরতা ;
তেমন বিজ্ঞান যাহা নিজের প্রতিভা দিয়ে জেনে সেবকের
হাত দিব্য আলোকিত ক'রে দেয়—সকল সাধের
কারণ-কর্দম-ফেণা প্রিয়তর অভিষেকে স্নিগ্ধ ক'রে দিতে ;—

এই সব অনুভব ক'রে নিয়ে সপ্রতিভ হতে হবে না কি।
রাত্রির চলার পথে এক তিল অধিক নবীন
সম্মুখীন—অবহিত আলোকবর্ষের নক্ষত্রেরা
জেগে আছে। কথা ভেবে আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাবস্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্দীপ্ত হয়।

কখনো বা মৃত জনমানবের দেশে
দেখা যাবে বসেছে কৃষাণ :
মৃত্তিকা-ধূসর মাথা
আপ্ত বিশ্বাসে চক্ষুষ্মান।

কখনো ফুরুনো ক্ষেতে দাঁড়ায়েছে
সজারুর গর্তের কাছে ;
সেও যেন বাবলার কাণ্ড এক
অঘ্রাণের পৃথিবীর কাছে।

সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে :
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত ;
চাঁদের ও-পিঠ থেকে নেমেছে এ-পৃথিবীর
অন্ধকার ন্যুব্জতার মতো।

সে যেন প্রস্তরখণ্ড···স্থির—
নড়িতেছে পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তের সাথে ;
পুরাতন ছাতকুড়ো ঘ্রাণ দিয়ে
নবীন মাটির ঢেউ মাড়াতে-মাড়াতে।

তুমি কি প্রভাতে জাগ ?
সন্ধ্যায় ফিরে যাও ঘরে ?
আস্তীর্ণ শতাব্দী ব'হে যায়নি কি
তোমার মৃত্তিকাঘন মাথার উপরে ?

কী তারা গিয়েছে দিয়ে—
নষ্ট ধান ? উজ্জীবিত ধান ?
সুষুম্না নাড়ীর গতি—অজ্ঞাত ;
তবু আমি আরো অজ্ঞান

যখন দেখেছি চেয়ে কৃষাণকে
বিশীর্ণ পাগড়ী বেঁধে অস্তাক্ত আলোকে
গঙ্গাফড়িঙের মতো উদ্বাহু
মুকুর উঠেছে জেগে চোখে ;—

যেন এই মৃত্তিকার গর্ভ থেকে
অবিরাম চিন্তারাশি—নব-নব নগরীর আবাসের থাম
জেগে ওঠে একবার ;
আর একবার ঐ হৃদয়ের হিম প্রাণায়াম।

সময়ঘড়ির কাছে রয়েছে অক্লান্তি শুধু :
অবিরল গ্যাসে আলো, জোনাকীতে আলো ;
কর্কট. মিথুন, মীন, কন্যা, তুলা ঘুরিতেছে ;—
আমাদের অমায়িক ক্ষুধা তবে কোথায় দাঁড়ালো।

৪১ গভীর এরিয়েলে

ডুবল সূর্য ; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।
এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে ॥
রক্ত-ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে
নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ
পায় না নব ; তবুও উত্তেজনাও যেন পায় না এখন আর ;
চার দিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ—সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।

অন্ধকারের এ-হাত আমি ভালোবাসি ; চেনা নারীর মতো
অনেক দিনের অদর্শনার পরে আবার হাতের কাছে এসে
জ্ঞানের আলো দিনকে দিয়ে কি অভিনিবেশে

প্রেমের আলো প্রেমকে দিতে এসেছে সময়মতো ;
হাত দু'খানা ক্ষমাসফল ; গণনাহীন ব্যক্তিগত গ্লানি
ইতিহাসের গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি—
সবের পরে মৃত্যুতে নয়—নীরবতায় আত্মবিচারের
আঘাত দেবার ছলে কি রাত এমন স্নিগ্ধ তুমি।

আজকে এখন আঁধারে অনেক মৃত ঘুমিয়ে আছে।
অনেক জীবিতেরা কঠিন সাঁকো বেয়ে মৃত্যুনদীর দিকে
জলের ভিতর নামছে—ব্যবহৃত পৃথিবীটিকে
সন্ততিদের চেয়েও বেশি দৈব আঁধার আকাশবাণীর কাছে
ছেড়ে দিয়ে—স্থির ক'রে যায় ইতিহাসের গতি।
যারা গেছে যাচ্ছে—রাতে যাব সকলি তবে।
আজকে এ-রাত তোমার থেকে আমায় দূরে দাঁড় করিয়ে দিয়ে
তবুও তোমার চোখে আত্মা আত্মীয় এক রাত্রি হয়ে রবে।

তোমায় ভালোবেসে আমি পৃথিবীতে আজকে প্রেমিক, ভাবি।
তুমি তোমার নিজের জীবন ভালোবাস ; কথা
এইখানেতেই ফুরিয়ে গেছে ; শুনেছি তোমার আত্মলোলুপতা
প্রেমের চেয়ে প্রাণের বৃহৎ কাহিনীদের কাছে গিয়ে দাবি
জানিয়ে নিদয় খৎ দেখিয়ে আদায় ক'রে নেয়
ব্যাপক জীবন শোষণ ক'রে যে-সব নতুন সচল স্বর্গ মেলে ;
যদিও আজ রাষ্ট্র সমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা,
প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে তবুও তোমার গভীর এরিয়েলে।

সেই শৈশবের থেকে এ-সব আকাশ মাঠ রৌদ্র দেখেছি ;
এই সব নক্ষত্র দেখেছি।
বিস্ময়ের চোখে চেয়ে কতবার দেখা গেছে মানুষের বাড়ি

রোদের ভিতরে যেন সমুদ্রের পারে পাখিদের
বিষণ্ণ শক্তির মতো আয়োজনে নির্মিত হতেছে ;
কোলাহলে— কেমন নিশিত উৎসবে গ'ড়ে ওঠে।
একদিন শূন্যতায় স্তব্ধতায় ফিরে দেখি তারা
কেউ আর নেই।
পিতৃপুরুষেরা সব নিজ স্বার্থ ছেড়ে দিয়ে অতীতের দিকে
স'রে যায়,—পুরোনো গাছের সাথে সহমর্মী জিনিসের মতো
হেমন্তের রৌদ্রে-দিনে-অন্ধকারে শেষবার দাঁড়ায়ে তবুও
কখনো শীতের রাতে যখন বেড়েছে খুব শীত
দেখেছি পিপুল গাছ
আর পিতাদের ঢেউ
আর সব জিনিস : অতীত।

তারপর ঢের দিন চ'লে গেলে আবার জীবনোৎসব
যৌনমত্ততার চেয়ে ঢের মহীয়ান, অনেক করুণ।
তবুও আবার মৃত্যু।—তারপর একদিন মউমাছিদের
অনুরণনের বলে রৌদ্র বিচ্ছুরিত হয়ে গেলে নীল
আকাশ নিজের কণ্ঠে কেমন নিঃসৃত হয়ে ওঠে ;—হেমন্তের
অপরাহ্ণে পৃথিবী মাঠের দিকে সহসা তাকালে
কোথাও শনের বনে—হলুদ রঙের খড়ে—চাষার আঙুলে
গালে—কেমন নিমীল সোনা পশ্চিমের
অদৃশ্য সূর্যের থেকে চুপে নেমে আসে ;
প্রকৃতি ও পাখির শরীর ছুঁয়ে মৃতোপম মানুষের হাড়ে
কি যেন কিসের সৌরব্যবহারে এসে লেগে থাকে।
অথবা কখনো সূর্য—মনে পড়ে—অবহিত হয়ে
নীলিমার মাঝপথে এসে থেমে র'য়ে গেছে—বড়
গোল—রাহুর আভাস নেই—এমনই পবিত্র নিরুদ্বেল।
এই সব বিকেলের হেমন্তের সূর্যছবি—তবু
দেখাবার মতো আজ কোনো দিকে কেউ
নেই আর, অনেকেই মাটির শয়ানে ফুরাতেছে।

মানুষেরা এই সব পথে এসে চ'লে গেছে,—ফিরে
ফিরে আসে ;—তাদের পায়ের রেখায় পথ
কাটে কারা, হাল ধরে, বীজ বোনে, ধান
সমুজ্জ্বল কী অভিনিবেশে সোনা হয়ে ওঠে—দেখে ;
সমস্ত দিনের আঁচ শেষ হ'লে সমস্ত রাতের
অগণন নক্ষত্রেও ঘুমোবার জুড়োবার মতো
কিছু নেই ;—হাতুড়ি করাত দাঁত নেহাই তুরপুন্
পিতাদের হাত থেকে ফিরেফিরতির মতো অন্তহীন
সন্ততির সন্ততির হাতে
কাজ ক'রে চ'লে গেছে কত দিন।
অথবা এদের চেয়ে আরেক রকম ছিল কেউ-কেউ ;
ছোট বা মাঝারি মধ্যবিত্তদের ভিড় ;—
সেইখানে বই পড়া হত কিছু—লেখা হত ;
ভয়াবহ অন্ধকারে সরু সলতের
রেড়ীর আলোর মতো কী যেন কেমন এক আশাবাদ ছিল
তাহাদের চোখে মুখে মনের নিবেশে বিমনস্কতায় ;
সংসারে সমাজে দেশে প্রত্যন্তেও পরাজিত হ'লে
ইহাদের মনে হত দীনতা জয়ের চেয়ে বড় ;
অথবা বিজয় পরাজয় সব কোনো-এক পলিত চাঁদের
এ-পিঠ ও-পিঠ শুধু ;—সাধনা মৃত্যুর পরে লোকসফলতা
দিয়ে দেবে ; পৃথিবীতে হেরে গেলে কোনো ক্ষোভ নেই।

* *

মাঝে-মাঝে প্রান্তরের জ্যোৎস্নায় তারা সব জড়ো হয়ে যেত—
কোথাও সুন্দর প্রেতসত্য আছে জেনে তবু পৃথিবীর মাটির কাঁকালে
কেমন নিবিড়ভাবে বিচলিত হয়ে ওঠে, আহা।
সেখানে স্থবির যুবা কোনো-এক তন্বী তরুণীর
নিজের জিনিস হতে স্বীকার পেয়েছে ভাঙা চাঁদে
অর্ধ সত্যে অর্ধ নৃত্যে আধেক মৃত্যুর অন্ধকারে :
অনেক তরুণী যুবা—যৌবরাজ্য যাহাদের শেষ
হয়ে গেছে—তারাও সেখানে অগণন

চৈত্রের কিরণে কিংবা হেমন্তের আরো
অনবলুণ্ঠিত ফিকে মৃগতৃষ্ণিকার
মতন জ্যোৎস্নায় এসে গোল হয়ে ঘুরে-ঘুরে প্রান্তরের পথে
চাঁদকে নিখিল ক'রে দিয়ে তবু পরিমেয় কলঙ্কে নিবিড়
ক'রে দিতে চেয়েছিল,—মনে মনে—মুখে নয়—দেহে
নয় ; বাংলার মানসসাধনশীত শরীরের চেয়ে আরো বেশি
জয়ী হয়ে শুক্ল রাতে গ্রামীন উৎসব
শেষ ক'রে দিতে গিয়ে শরীরের কবলে তো তবুও ডুবেছে বার-বার
অপরাধী ভীরুদের মতো প্রাণে।
তারা সব মৃত আজ।
তাহাদের সন্ততির সন্ততিরা অপরাধী ভীরুদের মতন জীবিত।

'ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, হাতে খননের
অস্ত্র নেই—মনে হয়—চারিদিকে ঢিবি দেয়ালের
নিরেট নিঃসত্ত্ব অন্ধকার'—ব'লে যেন কেউ যেন কথা বলে।
হয়তো সে বাংলার জাতীয় জীবন।
সত্যের নিজের রূপ তবুও সবের চেয়ে নিকট জিনিস
সকলের ; অধিগত হলে প্রাণ জানালার ফাঁক দিয়ে চোখের মতন
অনিমেষ হয়ে থাকে নক্ষত্রের আকাশে তাকালে।
আমাদের প্রবীণেরা আমাদের আচ্ছন্নতা দিয়ে গেছে ?
আমাদের মনীষীরা আমাদের অর্ধসত্য ব'লে গেছে
অর্ধমিথ্যার ? জীবন তবুও অবিস্মরণীয় সততাকে
চায় ; তবু ভয়—হয়তো বা চাওয়ার দীনতা ছাড়া আর কিছু নেই।

ঢের ছবি দেখা হল—ঢের দিন কেটে গেল—ঢের অভিজ্ঞতা
জীবনে জড়িত হয়ে গেল, তবু, নক্ষত্রের রাতের মতন
সফলতা মানুষের দূরবীনে র'য়ে গেছে,—জ্যোতিগ্রন্থে ;
জীবনের জন্যে আজো নেই।
অনেক মানুষী খেলা দেখা হল, বই পড়া সাঙ্গ হল—তবু

কে বা কাকে জ্ঞান দেবে—জ্ঞান বড় দূর পৃথিবীর
রুক্ষ গন্ধে ;—আমাদের জন্যে দূর—দূরতর আজ।
সময়ের ব্যাপ্তি যেই জ্ঞান আনে আমাদের প্রাণে
তা তো নেই ;—স্থবিরতা আছে—জরা আছে।
চারিদিক থেকে ঘিরে কেবলি বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ
র'য়ে গেছে। নিজেকে কেবলি আত্মক্রীড় করি ; নীড়
গড়ি। নীড় ভেঙে অন্ধকারে এই যৌন যৌথ মন্ত্রণার
মালিন্য এড়ায়ে উৎক্রান্ত হতে ভয়
পাই। সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই ;
লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
চাই। আমাদের দু'হাজার বছরের জ্ঞান এ-রকম।
নচিকেতা ধর্মধনে উপবাসী হয়ে গেলে যম
প্রীত হয়। তবুও ব্রহ্মে লীন হওয়াও কঠিন।
আমরা এখনও লুপ্ত হই নি তো।

এখনও পৃথিবী সূর্যে সুখী হয়ে রৌদ্রে অন্ধকারে
ঘুরে যায়। থামালেই ভালো হত—হয়তো বা ;
তবুও সকলই উৎস গতি যদি, রৌদ্রশুভ্র সিন্ধুর উৎসবে
পাখির প্রমাথা দীপ্তি সাগরের সূর্যের স্পর্শে মানুষের
হৃদয়ে প্রতীক ব'লে ধরা দেয় জ্যোতির পথের থেকে যদি,
তাহলে যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে, তবু উৎসাহ নিবেশ
যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনও আসে নি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বার-বার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণলোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে ;—তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর ;
সে অনেক প্রতারণাপ্রতিভার সেতুলোক পার
হল ব'লে স্থির ;—হতে হবে ব'লে দীন, প্রমাণ, কঠিন ;

তবুও প্রেমিক—তাকে হতে হবে ;—সময় কোথাও
পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয় ; তবু
সে তার বহির্মুখ চেতনার দান সব দিয়ে গেছে ব'লে
মনে হয় ; এর পর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়।

৪৭ : মৃত্যু স্বপ্ন সঙ্কল্প

আঁধারে হিমের রাতে আকাশের তলে
এখন জ্যোতিষ্ক কেউ নেই।
সে কারা কাদের এসে বলে :
এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার ;
হে আকাশ, হে কালশিল্পী, তুমি আর
সূর্য জাগিয়ো না ;
মহাবিশ্বকারুকার্য, শক্তি, উৎস, সাধ :
মহনীয় আগুনের কি উচ্ছ্রিত সোনা ?

তবুও পৃথিবী থেকে—
আমরা স্থষ্টির থেকে নিভে যাই আজ :
আমরা সূর্যের আলো পেয়ে
তরঙ্গ কম্পনে কালো নদী
আলো নদী হয়ে যেতে চেয়ে
তবুও নগরে যুদ্ধে বাজারে বন্দরে
জেনে গেছি কারা ধন্য,
কারা স্বর্ণপ্রাধান্যের স্থত্রপাত করে।

তাহাদের ইতিহাস-ধারা
ঢের আগে শুরু হয়েছিল ;
এখুনি সমাপ্ত হ'তে পারে ;
তবুও আলেয়াশিখা আজো জ্বালাতেছে

পুরাতন আলোর আধারে।

আমাদের জানা ছিল কিছু ;
কিছু ধ্যান ছিল ;
আমাদের উৎস-চোখে স্বপ্নছটা প্রতিভার মতো
হয়তো-বা এসে পড়েছিল ;
আমাদের আশা সাধ প্রেম ছিল ;—নক্ষত্রপথের
অন্তঃশূন্যে অন্ধ হিম আছে জেনে নিয়ে
তবুও তো ব্রহ্মাণ্ডের অপরূপ অগ্নিশিল্প জাগে ;
আমাদেরো গেছিল জাগিয়ে
পৃথিবীতে ;

আমরা জেগেছি—তবু জাগাতে পারি নি ;
আলো ছিল—প্রদীপের বেষ্টনী নেই ;
কাজ ছিল—শুরু হল না তো ;
তাহলে দিনের সিঁড়ি কি প্রয়োজনের ?
নিঃস্বত্ব সূর্যকে নিয়ে কার তবে লাভ !
সচ্ছল শাণিত নদী, তীরে তার সারস-দম্পতি
ঐ জল ক্লান্তিহীন উৎসানল অনুভব ক'রে ভালোবাসে ;
তাদের চোখের রং অনন্ত আকৃতি পায় নীলাভ আকাশে ;
দিনের সূর্যের বর্ণে রাতের নক্ষত্র মিশে যায় ;
তবু তারা প্রণয়কে সময়কে চিনেছে কি আজো ?
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কে এসে চেনায় !

আমরা মানুষ ঢের ক্রূরতর অন্ধকূপ থেকে
অধিক আয়ত চোখে তবু ঐ অমৃতের বিশ্বকে দেখেছি ;
শান্ত হয়ে স্তব্ধ হয়ে উদ্বেলিত হয়ে অনুভব ক'রে গেছি
প্রশান্তিই প্রাণরণনের সত্য শেষ কথা, তাই
চোখ বুজে নীরবে থেমেছি।

ফ্যাক্টরীর সিটি এসে ডাকে যদি,
ব্রেন কামানের শব্দ হয়,
লরিতে বোঝাই করা হিংস্র মানবিকী
অথবা অহিংস নিত্য মৃতদের ভিড়
উদ্দাম বৈভবে যদি রাজপথ ভেঙে চ'লে যায়,
ওরা যদি কালোবাজারের মোহে মাতে,
নারীমূল্যে অন্ন বিক্রি করে,
মানুষের দাম যদি জল হয়, আহা,
বহমান ইতিহাসমরুকণিকার
পিপাসা মেটাতে
ওরা যদি আমাদের ডাক দিয়ে যায়—
ডাক দেবে, তবু তার আগে
আমরা ওদের হাতে রক্ত ভুল মৃত্যু হয়ে
হারায়ে গিয়েছি ?

জানি ঢের কথা কাজ স্পর্শ ছিল, তবু
নগরীর ঘণ্টা-রোল যদি কেঁদে ওঠে,
বন্দরে কুয়াশা বাঁশি বাজে,
আমরা মৃত্যুর হিম ঘুম থেকে তবে
কি ক'রে আবার প্রাণকম্পনলোকের নীড়ে নভে
জ্বলন্ত তিমিরগুলো আমাদের রেণুসূর্যশিখা
বুঝে নিয়ে হে উড্ডীন ভয়াবহ বিশ্বশিল্পলোক,
মরণে ঘুমোতে বাধা পাব ?—
নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরে গেলে দিন
আলোকিত হয়ে ওঠে—রাত্রি অন্ধকার
হয়ে আসে ; সর্বদাই, পৃথিবীর আহ্নিক গতির
একান্ত নিয়ম, এই সব ;
কোথাও লঙ্ঘন নেই তিলের মতন আজো ;
অথবা তা হতে হলে আমাদের জ্ঞাতকুলশীল
মানবীয় সময়কে রূপান্তরিত হয়ে যেতে হয় কোনো
দ্বিতীয় সময়ে ; সে-সময় আমাদের জন্যে নয় আজ।
রাতের পরের দিন—দিনের পরের রাত নিয়ে সুশৃঙ্খল
পৃথিবীকে বলয়িত মরুভূমি ব'লে
মনে হতে পারে তবু ; শহরে নদীতে মেঘে মানুষের মনে
মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
শেষ ক'রে অনুভব করা যেতে পারে কোনো কাল
শেষ হয় নি কো তবু ;—শিশুরা অনপনেয় ভাবে
কেবলি যুবক হল,—যুবকেরা স্থবির হয়েছে,
সকলেরি মৃত্যু হবে,—মরণ হতেছে।

অগণন অঙ্কে মানুষের নাম ভোরের বাতাসে
উচ্চারিত হয়েছিল শুনে নিয়ে সন্ধ্যার নদীর
জলের মুহূর্তে সেই সকল মানুষ লুপ্ত হয়ে গেছে জেনে
নিতে হয় ; কলের নিয়মে কাজ সাঙ্গ হয়ে যায় ;
কঠিন নিয়মে নিরঙ্কুশভাবে ভিড়ে মানবের কাজ
অসমাপ্ত হয়ে থাকে,—কোথাও হৃদয় নেই তবু।
কোথাও হৃদয় নেই মনে হয়, হৃদয়যন্ত্রের
ভয়াবহভাবে সুস্থ সুন্দরের চেয়ে এক তিল
অবান্তর আনন্দের অশোভনতায়।
ইতিহাসে মাঝে-মাঝে এ-রকম শীত অসারতা
নেমে আসে ;—চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ র'য়ে গেছে তবু,
রৌদ্রের ফলনে সোনা নারী শস্য মানুষের হৃদয়ের কাছে,

বন্ধ্যা ব'লে প্রমাণিত হয়ে তার লোকোত্তর মাথার নিকটে
স্বর্গের সিঁড়ির মতো ;—হস্তী হাতে অগ্রসর হয়ে যেতে হয় ।

আমাদের এ-শতাব্দী আজ পৃথিবীর সাথে
নক্ষত্রলোকের এই অবিরল সিঁড়ির পসরা
খুলে আত্মক্রীড় হল ;—মাঘসংক্রান্তির রাত্রি আজ
এমন নিস্প্রভ হয়ে সময়ের বুনোনিতে অন্ধকার কাঁটার মতন
কাকে বোনে ? কেন বোনে ? কোন দিকে কোথায় চলেছে ?
এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে,—ঝাউ শিসু জারুলে হাওয়ার শব্দ থেমে
আরো থেমে-থেমে গেলে—আমাদের পৃথিবীর আহ্নিক গতির
অন্ধ কণ্ঠ শোনা যায় ;—শোনো, এক নারীর মতন,
জীবন ঘুমায়ে গেছে ; তবু তার আঁকাবাঁকা অস্পষ্ট শরীর
নিশির ডাকের শব্দ শুনে বেবিলনে পথে নেমে
উজ্জয়িনী গ্রীসে রেনেসাঁসে রুশে আধো জেগে, তবু,
হৃদয়ে বিকিয়ে গিয়ে ঘুমায়েছে আর একবার
নির্জন হ্রদের পারে জেনিভার পপলারের ভিড়ে
অন্ধ সুবাতাস পেয়ে ;—গভীর গভীরতর রাত্রির বাতাসে
লোকার্নো ভের্সাই মিউনিখ অতলন্তের চার্টারে
ইউ-এন-ওয়ের ভিড়ে আশা দীপ্তি ক্লান্তি বাধা ব্যাসকূট বিষ—
আরো ঘুম—র'য়ে গেছে হৃদয়ের—জীবনের ;—নারী,
শরীরের জন্যে আরো আশ্চর্য বেদনা
বিমূঢ়তা লাঞ্ছনার অবতার র'য়ে গেছে ; রাত
এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হোল্ডেরলিন রবীন্দ্রের রোলে
আলোকিত হতে চায় ;—বেলজেনের সব-চেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে ;
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্না,—রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়,—মানুষের মন
সহসা আকাশপথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি

কি রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে,—সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে ;—অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি ? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

৫২ : পটভূমির

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ-পনেরো বছর আগে ;—সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের ;—জানো তো অন্তর্যামী।
তোমার মুখ : চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই,—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে ;

তারা যুবা, তারা মৃত ; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
আজো তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছ, নারি,—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারি
নিদর্শনের স্বর্ণবলয় আজকের এই অন্ধ জগতে।
চারিদিকে অলীক সাগর--জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিশিয়
সার্থবাহের অধীর আলো,—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়,আপতিতকাল
আমরা আজো বহন ক'রে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা···প্রেম নিভিয়ে দিলাম, প্রিয়।

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ-পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।
বীজের ভেতর থেকে কী ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়,—
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভোনীল মহান সাগর,
কী ক'রে এ-প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা,
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব ,—অনুভব করেছি সকলই।

সূর্য জ্বলে,—কল্লোলে সাগর জল কোথাও দিগন্তে আছে, তাই
শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধু-তীর।

এই সব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন
জেগে ব্যথা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে
সঞ্চারিত ক'রে গেছে আশা আর আশা ;
সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে,
সকল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

আমরা অনেক যুগ ইতিহাসে সচকিত চোখ মেলে থেকে
দেখেছি আসন্ন সূর্য আপনাকে বলয়িত ক'রে নিতে জানে
নব নব মৃত সূর্যে শীতে ;
দেখেছি নির্ঝর নদী বালিয়াড়ি মরুর উঠানে
মরণের-ই নামরূপ অবিরল কী যে !

তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন জেগেছে শালিধান;
ইতিহাস-ধুলো-বিষ উৎসারিত ক'রে নব নবতর মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ ক'রে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশ-নির্দেশী !

হয়তো এখনো তাই ;—তবু
রাত্রি শেষ হলে রোজ পতঙ্গ-পালক-পাতা
শিশির-নিঃসৃত শুভ্র ভোরে
আমরা এসেছি আজ অনেক হিংসার খেলা অবসান ক'রে ;
অনেক দ্বেষের ক্লান্তি মৃত্যু দেখে গেছি।

আজো তবু
আজো ঢের গ্লানি-কলঙ্কিত হয়ে ভাবি :
রক্তনদীদের পারে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির
শোকাবহ অঙ্ক কঙ্কালে কি মাছি তোমাদের মৌমাছির নীড়
অল্পায়ু সোনালি রৌদ্রে ;
প্রেমের প্রেরণা নেই—শুধু নির্ঝরিত শ্বাস
পণ্যজাত শরীরের মৃত্যু-ম্লান পণ্য ভালোবেসে ;
তবুও হয়তো আজ তোমরা উড্ডীন নব সূর্যের উদ্দেশে।

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বিভিন্ন জাতি, মন, মানব-জীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয় ;—জানি ; তবু জ্ঞানের
বিষণ্ণলোকী আলো
অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।

৫৪ : একটি কবিতা

আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে ;
জানি, তবু ভোরে রাত্রে, এই মহাসময়েরই কাছে
নদী ক্ষেত বনানীর ঝাউয়ে ঝরা সোনার মতন

সূর্যতারাবীথির সমস্ত অগ্নির শক্তি আছে।
হে সুবর্ণ, হে গভীর গতির প্রবাহ,
আমি মন সচেতন ;—আমার শরীর ভেঙে ফেলে
নতুন শরীর কর—নারীকে যে উজ্জ্বল প্রাণনে
ভালোবেসে আভা আলো শিশিরের উৎসের মতন,
সজ্জন স্বর্ণের মতো শিল্পীর হাতের থেকে নেমে ;
হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন,
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর,
অমল ভোরের বেলা র'য়ে গেছে শুধু ;
আশ্বিনের নীলাকাশ স্পষ্ট ক'রে দিয়ে সূর্য আসে ;
অনেক আবছা জল জেগে উঠে নিজ প্রয়োজনে
নদী হয়ে সমস্ত রৌদ্রের কাছে জানাতেছে দাবি ;

নক্ষত্রেরা মানুষের আগে এসে কথা কয় ভাবি ;
পল অনুপল দিয়ে অন্তহীন নিপলের চকমকি ঠুকে
ঐ সব তারার পরিভাষার উজ্জ্বলতা ;
আমার লক্ষ্য ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা
সহজ সঙ্গের মতো জেগে নক্ষত্রকে
কী ক'রে মানুষ ও মানুষীর মতো ক'রে রাখে।

তবু তার উপচার নিয়ে সেই নারী
কোথায় গিয়েছে আজ চ'লে ;
এই তো এখানে ছিল সে অনেক দিন ;
আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে

তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় :
অনুভব ক'রে আমি অনুভব করেছি সময়

নিচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,
মাথার ওপর অগণন নক্ষত্রের আকাশের দিকে তাকিয়ে,
কোনো দূর সমুদ্রের বাতাসের স্পর্শ মুখে রেখে,
আমার শরীরের ভিতর অনাদি সৃষ্টির রক্তের গুঞ্জরণ শুনে,
কোথায় শিবিরে গিয়ে পৌঁছলাম আমি।
সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
নারীকে জলের মতো ;
তাদের হৃদয়ের থেকে উত্থিত সৃষ্টিবিসারী গানে
নতুন সমুদ্রের পারে নক্ষত্রের নগ্নলোক সৃষ্টি হচ্ছে যেন ;
কোথাও কোনো মানবিক নগর বন্দর মিনার খিলান নেই আর ;
এক দিকে বালিপ্রলেপী মরুভূমি হু-হু করছে ;
আর এক দিকে ঘাসের প্রান্তর ছড়িয়ে আছে—
আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে
মাইলের পর মাইল।

শুধু বাতাস উড়ে আসছে :
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন ক'রে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।
শুধু বাতাসের প্রেতচারণ
অমৃতলোকের অপস্রিয়মান নক্ষত্রযান-আলোর সন্ধা[illegible] ।
পাখি নেই,—সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ ;
কোনো গাছ নেই,—সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে

অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে।

সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
অবাক হলাম না।
হতবাক হবার কী আছে ?
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো ;
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার ক'রে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে।

কোথাও মিনারে তুমি নেই আজ আর
জানালার সোনালি নীল কমলা সবুজ কাচের দিগন্তে :
কোথাও বনচ্ছবির ভিতরে নেই ;
শাদা সাধারণ নিঃসঙ্কোচ রৌদ্রের ভিতরে তুমি নেই আজ।
অথবা ঝর্নার জলে
মিশরী শঙ্খরেখাসর্পিল সাগরীয় সমুৎসুকতায়
তুমি আজ সূর্যজলস্ফুলিঙ্গের আত্মা-মুখরিত নও আর।

তোমাকে আমেরিকার কংগ্রেস-ভবনে দেখতে চেয়েছিলাম,
কিংবা ভারতের ;
অথবা ক্রেমলিনে কি বেতসতন্বী সূর্যশিখার কোনো স্থান আছে
যার মানে পবিত্রতা শান্তি শক্তি শুভ্রতা—সকলের জন্যে !
নিঃসীম শূন্যে শূন্যের সংঘর্ষে স্বতরুৎসারা নীলিমার মতো
কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন ক'রে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে—লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে !

ডানে বাঁয়ে ওপরে নিচে সময়ের

জলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে পেয়েছি
শুনেছি বিরাট শ্বেতপক্ষিসূর্যের
ডানার উড্ডীন কলরোল ;
আগুনের মহান পরিধি গান ক'রে উঠছে।

৫৮ : যতদিন পৃথিবীতে

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর বঞ্চনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি যুক্তির
নির্দেশের পথ ধ'রে চ'লে
হয়তো-বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে—হৃদয়ে ;
মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।

ইতিহাসে ঢের দিন প্রমাণ করেছে।
মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে
হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে
বিশৃঙ্খল সমাজের পানে
চ'লে যাওয়া ;—গোলকধাঁধার
ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে ;
জীবনের কালোরঙা মানে কি ফুরুবে
শুধু এই সময়ের সাগর ফুরুলে।

জেগে ওঠে তবুও মানুষ রাত্রিদিনের উদয়ে ;
চারিদিকে কলরোল করে পরিভাষা
দেশের জাতির ব্যর্থ পৃথিবীর তীরে ;
ফেনিল অস্ত্র পাবে আশা ?

যেতেছে নিঃশেষ হয়ে সব ?
কী তবে থাকবে ?
আধার ও মননের আজকের এ নিষ্ফল রীতি
মুছে ফেলে আবার সচেষ্ট হয়ে উঠবে প্রকৃতি ?

ব্যর্থ উত্তরাধিকারে মাঝে-মাঝে তবু
কোথাকার স্পষ্ট সূর্য-বিন্দু এসে পড়ে :
কিছু নেই উত্তেজিত হলে ;
কিছু নেই স্বার্থের ভিতরে ;
ধনের অদেয় কিছু নেই, সেই সবই
জানে এ খণ্ডিত রক্ত বণিক পৃথিবী ;
অন্ধকারে সব-চেয়ে সে-শরণ ভালো :
যে-প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো।

৫৯ : মহাত্মা গান্ধী

অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে
ভালো ব'লে মনে হয় ;—সময়ের অমেয় আঁধারে
জ্যোতির তারণকণা আসে,
গভীর নারীর চেয়ে অধিক গভীরতর ভাবে
পৃথিবীর পতিতকে ভালোবাসে, তাই
সকলেরই হৃদয়ের 'পরে এসে নগ্ন হাত রাখে ;
আমরাও আলো পাই—প্রশান্ত অমল অন্ধকার
মনে হয় আমাদের সময়ের রাত্রিকেও।

একদিন আমাদের মর্মরিত এই পৃথিবীর
নক্ষত্র শিশির রোদ ধূলিকণা মানুষের মন
অধিক সহজ ছিল—শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেবের।
কেমন সফল এক পর্বতের সানুদেশ থেকে

ঈশা এসে কথা ব'লে চ'লে গেল—মনে হল প্রভাতের জল
কমনীয় শুশ্রূষার মতো বেগে এসেছে এ পৃথিবীতে মানুষের প্রাণ
আশা ক'রে আছে ব'লে—চায় ব'লে,—
নিরাময় হতে চায় ব'লে।

পৃথিবীর সেই সব সত্য অনুসন্ধানের দিনে
বিশ্বের কারণশিল্পে অপরূপ আভার মতন
আমাদের পৃথিবীর হে আদিম উষাপুরুষেরা,
তোমরা দাঁড়িয়েছিলে, মনে আছে, মহাত্মার ঢের দিন আগে ;
কোথাও বিজ্ঞান নেই, বেশি নেই, জ্ঞান আছে তবু ;
কোথাও দর্শন নেই, বেশি নেই, তবুও নিবিড় অন্তর্ভেদী
দৃষ্টিশক্তি র'য়ে গেছে : মানুষকে মানুষের কাছে
ভালো স্নিগ্ধ আন্তরিক হিত
মানুষের মতো এনে দাঁড় করাবার ;
তোমাদের সে-রকম প্রেম ছিল, বহ্নি ছিল, সফলতা ছিল।
তোমাদের চারপাশে সাম্রাজ্য রাজ্যের কোটি দীন সাধারণ
পীড়িত রক্তাক্ত হয়ে টের পেত কোথাও হৃদয়বত্তা নিজে
নক্ষত্রের অনুপম পরিসরে হেমন্তের রাত্রির আকাশ
ভ'রে ফেলে তারপর আত্মঘাতী মানুষের নিকটে নিজের
দয়ার দানের মতো একজন মানবীয় মহানুভবকে
পাঠাতেছে,—প্রেম শান্তি আলো
এনে দিতে,—মানুষের ভয়াবহ লৌকিক পৃথিবী
ভেদ ক'রে অন্তঃশীলা করুণার প্রসারিত হাতের মতন।

তারপর ঢের দিন কেটে গেছে ;—
আজকের পৃথিবীর অবদান আরেক রকম হয়ে গেছে ;
যেই সব বড়-বড় মানবেরা আগেকার পৃথিবীতে ছিল
তাদের অন্তর্দান সবিশেষ সমুজ্জ্বল ছিল, তবু আজ
আমাদের পৃথিবী এখন ঢের বহিরাশ্রয়ী।
যে সব বৃহৎ আত্মিক কাজ অতীতে হয়েছে—

সহিষ্ণুতায় ভেবে সে-সবের যা দাম তা দিয়ে
তবু আজ মহাত্মা গান্ধীর মতো আলোকিত মন
মুমুক্ষার মাধুরীর চেয়ে এই আশ্রিত আহত পৃথিবীর
কল্যাণের ভাবনায় বেশি রত ; কেমন কঠিন
ব্যাপক কাজের দিনে নিজেকে নিয়োগ ক'রে রাখে
আলো অন্ধকারে রক্তে—কেমন শান্ত দৃঢ়তায়।

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল
দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ ব'লে সম্ভাষণ ক'রে নয়—
কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভ'রে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে নিয়েছে
পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে—সকলের নিচে যা'রা সকলকে সকলকে দিতে।

আজ এই শতাব্দীতে মহাত্মা গান্ধীর সচ্ছলতা
এ-রকম প্রিয় এক প্রতিভাদীপন এনে সকলের প্রাণ
শতকের আঁধারের মাঝখানে কোনো স্থিরতর
নির্দেশের দিকে রেখে গেছে ;
রেখে চ'লে গেছে—ব'লে গেছে : শান্তি এই, সত্য এই।

হয়তো-বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা ;
হয়তো-বা রক্তেরই পিপাসা ঠিক, স্বাভাবিক—
মানুষও রক্তাক্ত হতে চায় ;—
হয়তো-বা বিপ্লবের মানে শুধু পরিচিত অন্ধ সমাজের
নিজেকে নবীন ব'লে—অগ্রগামী (অন্ধ) উত্তেজের
ব্যাপ্তি ব'লে প্রচারিত করার ভিতর ;
হয়তো-বা শুভ পৃথিবীর কয়েকটি ভালো ভাবে লালিত জাতির

কয়েকটি মানুষের ভালো থাকা—সুখে থাকা—রিরংসারক্তিম হয়ে
থাকা ;
হয়তো-বা বিজ্ঞানের, অগ্রসর, অগ্রস্থতির মানে এই শুধু, এই !

চারিদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে—মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে
গেছে ;
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা ক'রেই ক্ষমতাশালী দেখ ;
কবেকার সরলতা আজ এই বেশি শীত পৃথিবীতে—শীত ;
বিশ্বাসের পরম সাগররোল ঢের দূরে সরে চ'লে গেছে ;
প্রীতি প্রেম মনের আবহমান বহতার পথে
যেই সব অভিজ্ঞতা বস্তুত শান্তির কল্যাণের
সত্যিই আনন্দস্মৃষ্টির
সে-সব গভীর জ্ঞান উপেক্ষিত মৃত আজ, মৃত,
জ্ঞানপাপ এখন গভীরতর ব'লে ;
আমরা অজ্ঞান নই—প্রতিদিনই শিখি, জানি, নিঃশেষে প্রচার
করি, তবু
কেমন দুরপনেয় স্খলনের রক্তাক্তের বিয়োগের পৃথিবী পেয়েছি।

তবু এই বিলম্বিত শতাব্দীর মুখে
যখন জ্ঞানের চেয়ে জ্ঞানের প্রশ্রয় ঢের বেড়ে গিয়েছিল,
যখন পৃথিবী পেয়ে মানুষ তবুও তার পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলেছে,
আকাশে নক্ষত্র সূর্য নীলিমার সফলতা আছে,—
আছে, তবু মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,
শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে, তার ব্যবহার নেই,
প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল,
তখন তো পৃথিবীতে আবার ঈশার পুনরুদয়ের দিন
প্রার্থনা করার মতো বিশ্বাসের গভীরতা কোনো দিকে নেই ;
তবুও উদয় হয়—ঈশা নয়—ঈশার মতন নয়—আজ এই নতুন
দিনের
আর-এক জনের মতো ;

মানুষের প্রাণ থেকে পৃথিবীর মানুষের প্রতি
যেই আস্থা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ফিরে আসে, মহাত্মা গান্ধীকে
আস্থা করা যায় ব'লে ;
হয়তো-বা মানবের সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় ;
হয় তো বা মৃত্যু নেই, প্রেম আছে, শান্তি আছে, মানুষের অগ্রসর
আছে ;
একজন স্থবির মানুষ দেখ অগ্রসর হয়ে যায়
পথ থেকে পথান্তরে—সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
দূরতর অন্তঃস্থলে ;—সত্য আছে, আলো আছে ; তবুও সত্যের
আবিষ্কারে।

আমরা আজকে এই বড় শতকের
মানুষেরা সে-আলোর পরিধির ভিতরে পড়েছি।
আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোয় বলয়
মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে ব'লে
জেগে রবে ; জয়, আলো সহিষ্ণুতা স্থিরতার জয়।

৬৩ : যদিও দিন

যদিও দিন কেবলি নতুন গল্পবিশ্রুতির
তারপরে রাত অন্ধকারে থেমে থাকা :—লুপ্তপ্রায় নীড়
সঠিক ক'রে নেয়ার মতো শান্ত কথা ভাবা ;
যদিও গভীর রাতের তারা (মনে হয়) ঐশী শক্তির ;

তবুও কোথায় এখন আর প্রতিভা আভা নেই ;
অন্ধকারে কেবলি সময় হৃদয় দেশ ক্ষ'য়ে
যেতেছে দেখে নীলিমাকে অসীম ক'রে তুমি
বলতে যদি মেঘ্না নদীর মতন অকূল হয়ে ;

'আমি তোমার মনের নারী শরীরিণী—জানি ;

কেন তুমি স্তব্ধ হয়ে থাকো।
তুমি আছ ব'লে আমি কেবলই দূরে চলতে ভালোবাসি,
চিনি না কোনো সাঁকো।

যতটা দূর যেতেছি আমি সূর্যকরোজ্জ্বলতাময় প্রাণে
ততই তোমার সত্ত্বাধিকার ক্ষয়
পাচ্ছে ব'লে মনে কর ? তুমি আমার প্রাণের মাঝে দ্বীপ,
কিন্তু সে-দ্বীপ মেঘ্না নদী নয়।'—

এ-কথা যদি জলের মতো উৎসারণে তুমি
আমাকে—তাকে—যাকে তুমি ভালোবাস তাকে
ব'লে যেতে ;—শুনে নিতাম, মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ বাতাস রাতের তারকাকে।

কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে ?
এ-মাঠ পুরোনো লাগে—দেয়ালে নোনার গন্ধ—
পায়রা শালিখ সব চেনা ?
এক ছাদ ছেড়ে দিয়ে অন্য স্বর্গে যায় তারা—লক্ষ্যের উদ্দেশে
তবুও অশোকস্তম্ভ কোনো দিকে সান্ত্বনা দেবে না।

কেন লোভে উদ্‌যাপনা ? মুখ ম্লান—চোখে তবু উত্তেজনা সাধ ?
জীবনের ধার্য বেদনার থেকে এ-নিয়মে নির্মুক্তি কোথায়।
ফড়িং অনেক দূরে উড়ে যায় রোদে ঘাসে—তবু তার কামনা অবাধ
অসীম ফড়িংটিকে খুঁজে পাবে প্রকৃতির গোলকধাঁধায় ?

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুস্বর্গের মতো হাসে ;
ত তার দিন শেষ হয়ে গেল ; একদিন হতই তো, যেন এই সব

বিদ্যুতের মতো মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার ; যত বার
হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাধা ছিঁড়েযেতে চায়—পরিচিত নিরাশায় তত বার হয় সে নীরব।

অলঙ্ঘ্য অস্তঃশীল অন্ধকারে ঘিরে আছে সব ;
জানে তাহা কীটেরাও পতঙ্গেরা শান্ত শিব পাখির ছানাও ;
বনহংসীশিশু শূন্যে চোখ মেলে দিয়ে অবাস্তব
স্বস্তি চায় ;—হে সৃষ্টির বনহংসী, কী অমৃত চাও ?

৬৪ : মহাগোধূলি

সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি—বিকেলের
রোদ প'ড়ে আসে
কালো নীল হলদে পাখিরা ডানা ঝাপটায় ক্ষেতের ভাঁড়ারে ;
শাদা পথ ধুলো মাছি—ঘুম হয়ে মিশছে আকাশে ;
অস্ত-সূর্য গা এলিয়ে অড়র ক্ষেতের পারে-পারে

শুয়ে থাকে ; রক্তে তার এসেছে ঘুমের স্বাদ এখন নির্জনে ;
আসন্ন এ-ক্ষেতটিকে ভালো লাগে—চোখে অগ্নি তার
নিভে-নিভে জেগে ওঠে ;—স্নিগ্ধ কালো অঙ্গারের গন্ধ এসে মনে
একদিন আগুনকে দেবে নিস্তার।

কোথায় চার্টার প্যাক্ট কমিশন প্ল্যান ক্ষয় হয় ;
কেন হিংসা ঈর্ষা গ্লানি ক্লান্তি ভয় রক্ত কলরব :
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে যেই তন্বী ভিক্ষুণীকে এই প্রশ্ন আমার হৃদয়
ক'রে চুপ হয়েছিল—আজও সময়ের কাছে তেমনই নীরব।

৬৬ :   মানুষ যা চেয়েছিল

গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম ;
খয়েরী শালিখগুলো খেলছে বাতাবীগাছে—তাদের পেটের শাদা রোম
সবুজ পাতার নীচে ঢাকা প'ড়ে একবার পলকেই বার হয়ে আসে,
হলুদ পাতার কোলে কেঁপে-কেঁপে মুছে যায় সন্ধ্যার বাতাসে।
ও কার গোরুর গাড়ি র'য়ে গেছে ঘাসে ঐ পাখা মেলে ফড়িঙের মতো।
হরিণী রয়েছে ব'সে নিজের শিশুর পাশে বড় চোখ মেলে ;
আঁকা-বাঁকা শিং ছুঁয়ে তাদের মেরুন গোধূলির
মেঘগুলো লেগে আছে ; সবুজ ঘাসের 'পরে ছবির মতন যেন স্থির ;
দিঘির জলের মতো ঠাণ্ডা কালো নিশ্চিন্ত চোখ ;
সৃষ্টির বঞ্চনা ক্ষমা করবার মতন অশোক
অনুভূতি জেগে ওঠে মনে।...
আঁধার নেপথ্য সব চারিদিকে—
কূল থেকে অকূলের দিক নিরূপণে
শক্তি নেই আজ আর পৃথিবীর—
তবু এই স্নিগ্ধ রাত্রি নক্ষত্রে ঘাসে ;
কোথাও প্রান্তরে ঘরে অথবা বন্দরে নীলাকাশে ;
মানুষ যা চেয়েছিল সেই মহাজিজ্ঞাসার শান্তি দিতে আসে।

৬৭ :   আজকের রাতে

আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা
বলা যেত ; চারিদিকে হিজল শিরীষ নক্ষত্র ঘাস হাওয়ার প্রান্তর
কিন্তু যেই নিট নিয়মে ভাবনা আবেগ ভাব
বিশুদ্ধ হয় বিষয় ও তার যুক্তির ভিতর ;—

আমিও সেই ফলাফলের ভিতরে থেকে গিয়ে
দেখেছি ভারত লণ্ডন রোম নিউইয়র্ক চীন
আজকে রাতের ইতিহাস ও মৃত ম্যামথ সব

নিবিড় নিয়মাধীন।

কোথায় তুমি রয়েছ কোন পাশার দান হাতে :
কী কাজ খুঁজে ;—সকল অনুশীলন ভালো নয় ;
গভীর ভাবে জেনেছি যে-সব সকাল বিকাল নদী নক্ষত্রকে
তারি ভিতর প্রবীণ গল্প নিহিত হয়ে রয়।

৬৭ : হে হৃদয়

হে হৃদয়,
নিস্তব্ধতা ?
চারিদিকে মৃত সব অরণ্যেরা বুঝি ?
মাথার ওপরে চাঁদ
চলছে কেবলি মেঘ কেটে পথ খুঁজে—

পেঁচার পাখায়
জোনাকির গায়ে
ঘাসের ওপরে কী যে শিশিরের মতো ধূসরতা
দীপ্ত হয় না কিছু ?
ধ্বনিও হয় না আর ?

হলুদ দু' ঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিখের মতো যেন কথা
ব'লে চলে তবুও জীবন :
বয়স তোমার কত ?   চল্লিশ বছর হল ?
প্রণয়ের পালা ঢের এল গেল—
হল না মিলন ?
পর্বতের পথে-পথে রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত শফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে ?
পতঞ্জলি এসে ব'লে দেবে

প্রভেদ কী যারা শুধু ব'সে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে প'ড়ে যায়?

মৃত সব অরণ্যেরা ;
আমার এ-জীবনের মৃত অরণ্যেরা বুঝি বলে :
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চ'লে যেতে চাও মিছে ;
কোথাও পাবে না কিছু ;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরণ্যের কাছে।

আমি তবু বলি :
এখন যে-ক'টা দিন বেঁচে আছি সূর্যে-সূর্যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর
নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কী ক'রে যে মহা-নীলাকাশ,
ভাবা যাক—ভাবা যাক—
ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

প্রথম পংক্তির সূচী

৫৩ : গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ-পৃথিবীর আজকের মুহূর্তে এসেছি।

৫৪ : আমার আকাশ কালো হতে চায় সময়ের নির্মম আঘাতে ;

৫৫ : এখন কিছুই নেই—এখানে কিছুই নেই আর,

৫৬ : নিচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে,

৫৮ : যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে

৫৯ : অনেক রাত্রির শেষে তারপর এই পৃথিবীকে

৬৩ : যদিও দিন কেবলি নতুন গল্পবিশ্রুতির

৬৪ : কোথাও পাবে না শান্তি—যাবে তুমি এক দেশ থেকে দূরদেশে ?

৬৫ : সোনালি খড়ের ভারে অলস গোরুর গাড়ি—বিকেলের রোদ প'ড়ে আসে।

৬৬ : গোধূলির রং লেগে অশ্বথ বটের পাতা হতেছে নরম ;

৬৬ : আজকে রাতে তোমায় আমার কাছে পেলে কথা

৬৭ : হে হৃদয়,